ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৯১
আগরতলা,২৯ নভেম্বর,২০২৩

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

মৈত্রেয়ী পালের পিতার কিডনি সংক্রান্ত চিকিৎসায় সহায়তার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে অন্যান্য দিনের মতো আজও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনগণের নানাবিধ সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ শুনেন। এরমধ্যে সিংহভাগই এসেছেন চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে আসা প্রত্যেকের সমস্যা নিরসনে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে বাধারঘাট শ্রীপল্লীর মৈত্রেয়ী পাল তার বাবার চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তার বাবা গত তিন বছর ধরে কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন। তার বাবাকে সপ্তাহে দুই দিন ডায়ালিসিস করাতে হয়। তার বাবাই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। অসুস্থতার কারণে তার বাবা বর্তমানে কোনও কাজকর্ম করতে পারে না। ফলে ২৪ বছর বয়সী মৈত্রেয়ী পাল সংসারের হাল ধরার জন্য স্বল্প বেতনে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। এই বেতনে তার বাবার চিকিৎসার খরচ মেটাতে ও সংসার চালাতে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন তিনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী মৈত্রেয়ী পালের বাবার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসায় সহায়তা করার নির্দেশ দেন।

২-এর পাতায়

প্রতাপগড়ের মূক ও বধির যুবক উজ্জ্বল দাস বিকলাঙ্গ ভাতা প্রদানের আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। উজ্জ্বল দাস জন্মের পর থেকেই মূক ও বধির। ফলে তাকে কাজ পেতেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ অবস্থায় তার স্ত্রী সংসার প্রতিপালনের জন্য গৃহ পরিচারিকার কাজ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী উজ্জ্বল দাসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে তাকে বিকলাঙ্গ ভাতা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়কে নির্দেশ দেন। আমতলির সিংহমুড়ার বাসিন্দা বাবুল সরকার তার চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। পেশায় অটোচালক বাবুল সরকার ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এরফলে তার শরীরের বাম অংশ সম্পূর্ণ প্যারালাইজড হয়ে যায়। ফলে তিনি বর্তমানে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ায় তার পরিবার বর্তমানে আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন। এই অবস্থায় তিনি তার চিকিৎসার খরচ মেটাতেও হিমসিম খাচ্ছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আর্থিক সহায়তা প্রদানের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বাবুল সরকারের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে বাবুল সরকারকে কিভাবে সহায়তা করা যেতে পারে সে বিষয়টি দেখার জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়কে নির্দেশ দেন। খোয়াই'র পূর্ব বাচাইবাড়ির মলিনা দেববর্মা তার ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তার স্বামী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তিনি তার স্বামীর সঠিক চিকিৎসাও করাতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রী মলিনা দেববর্মার স্বামীর চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মাকে চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড: প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

*****